গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
www.molwa.gov.bd

"অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য আবাসন এর বরাদ্দ, ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত "অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আবাসন বরাদ্দের জন্য অসচ্ছল[১] বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী ও সন্তান আবেদন করতে পারবেন। আবাসন বরাদ্দ প্রদান, এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো অনুসৃত হবে:

১. আবাসন বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রাধিকারসহ অন্যান্য বিবেচ্য বিষয় (যোগ্যতা, অযোগ্যতা ইত্যাদি) এবং বরাদ্দ প্রক্রিয়া:

১.১ আবাসন বরাদ্দের জন্য অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের নিকট থেকে নির্ধারিত ফরমে আবেদন প্রাপ্তির পর আবাসন বরাদ্দের জন্য যথোপযুক্ত সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য যোগ্যতা ও অযোগ্যতা:

১.১.২ অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা যিনি আবাসন প্রাপ্তির জন্য আবেদন করবেন তাঁর অনুকূলে অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত (ওয়েব সাইটে প্রকাশিত ভারতীয় তালিকা/লালমুক্তিবার্তা অথবা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় নাম থাকতে হবে।

১.১.৩ যে সকল অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ/প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী ও সন্তান, ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয় বা কোন সরকারি দপ্তর/সংস্থা হতে প্লট/ফ্ল্যাট/আবাসন বরাদ্দ পাননি বা আবাসনের জন্য কোন ঋণ পাননি, তারাই আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় আবাসন বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য হবেন এবং আবেদন করতে পারবেন।

১.১.৪ অসচ্ছল শহীদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী, উপার্জনে অক্ষম প্রতিবন্ধী ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত সন্তান এবং উপার্জনে অক্ষম বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তা/অবিবাহিতা(বয়স্ক) কন্যা আবাসন বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন। একজন শহীদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিপরীতে বিধবা স্ত্রী কিংবা সন্তান কেবলমাত্র একটি আবাসন বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন। শহীদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী ও সন্তানের একাধিক ওয়ারিশের ক্ষেত্রে কো-শেয়ারারদের ৩০০/- টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অনাপত্তি পত্র থাকতে হবে।

১.১.৫ যে সকল অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা কিংবা শহীদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী ও সন্তানের মালিকানায় কোন ভিটি জমি নাই, তাঁদের অনুকূলে আবাসন নির্মাণের উপযোগী খাস জমি দখলে থাকলে কিংবা খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া সম্ভব হলে জমি বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানপূর্বক বাসস্থান বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে।

১.২ আবাসন বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার (পর্যায়ক্রমিকভাবে বিবেচ্য):

১.২.১ বীরাঙ্গনাদের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আবেদনের প্রেক্ষিতে সরাসরি বরাদ্দ দেয়া হবে। এক্ষেত্রে, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোন যাচাই ব্যতিরেকে আবেদনটি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় যাচাইয়ান্তে সরাসরি তাদের বিপরীতে আবাসন বরাদ্দ দিবে।

১.২.২ অসচ্ছল/ভূমিহীন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিধবা (শেরপুরের বিধবা পল্লী কিংবা অনুরূপ স্বীকৃত কোন বিধবা পল্লীর) ও শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী/সন্তান, প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী (অসচ্ছল/ভূমিহীন হলে)অগ্রাধিকার পাবেন।

---

১ অসচ্ছল বলতে যাদের বার্ষিক আয় (মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী/ভাতা ব্যতীত) ৬০০০০ (ষাট হাজার) টাকার নিম্নে এবং নিজস্ব কোন বাড়ি-ঘর নেই বা কুঁড়ে ঘরে থাকেন এমন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে নির্দেশ করবে।

১.২.৩ অসচ্ছল/ভূমিহীন বীর মুক্তিযোদ্ধা, উপার্জনে অক্ষম প্রতিবন্ধী সন্তান এবং উপার্জনে অক্ষম ও বিধবা/স্বামী পরিত্যক্তা কন্যা অগ্রাধিকার পাবেন।

১.২.৪ স্থায়ীভাবে অক্ষম প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে কো-শেয়ারারদের সম্মতি না থাকলেও কমিটি বিশেষ বিবেচনায় সরাসরি বরাদ্দ দিতে পারবে।

১.২.৫ অসচ্ছল/ভূমিহীন বীর মুক্তিযোদ্ধা যিনি সম্মানী ভাতা ব্যতীত অদ্যাবধি সরকারি অন্য কোন সুযোগ-সুবিধা পাননি, বসতভিটা হিসেবে কেবলমাত্র কুঁড়েঘরের মালিক, সচ্ছল পেশায় নিয়োজিত নন কিংবা দিন মজুরি খেটে জীবিকা নির্বাহ করেন এ ধরণের অসচ্ছল/ভূমিহীন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী/সন্তান আবাসন বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।

১.৩ বাসভবন বরাদ্দ প্রক্রিয়া:

১.৩.১ আবাসন বরাদ্দের নিমিত্ত সুবিধাভোগী [বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী/সন্তান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)] নির্বাচনের উদ্দেশ্যে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে নিম্নরূপে একটি কমিটি থাকবে:

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(২)	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	নির্বাচিত উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার [যদি না থাকে, সেক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত) একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা]	সদস্য
(৪)	উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি)	সদস্য
(৫)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

১.৩.২ অসচ্ছল/ভূমিহীন বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী ও সন্তানের একাধিক ওয়ারিশের ক্ষেত্রে ৩০০/- টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে প্রদত্ত অংগীকারনামাসহ একজনের নামে আবাসন বরাদ্দের নিমিত্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা/সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে নির্ধারিত ছকে (সংযুক্ত) আবেদনপত্র আহ্বান করা হবে।

১.৩.৩ আবাসন বরাদ্দের জন্য উপজেলা ভিত্তিক প্রাপ্যতা এবং উপরে বর্ণিত অগ্রাধিকারসহ অন্যান্য বিষয়াদি (যোগ্যতা, অযোগ্যতা ইত্যাদি) বিবেচনাপূর্বক উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন (নির্ধারিত ছকে তথ্যসহ) জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে (মতামত/সুপারিশসহ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। উল্লেখ্য, কমিটিতে সদস্য হিসেবে দুইজন বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধির (ক্রমিক নং ২-৩) মধ্যে অন্তত একজন এবং সভাপতির স্বাক্ষরসহ প্রতিবেদনে আবশ্যিকভাবে অনূন্য চার জনের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

১.৩.৪ প্রণীত তালিকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স (যদি নির্মিত হয়ে থাকে) টাঙ্গিয়ে দিতে হবে।

১.৩.৫ উপজেলা পর্যায়ে গঠিত আবাসন বরাদ্দ কমিটির আবাসন বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন ভুল/অসংগতি হলে বীর মুক্তিযোদ্ধা/পরিবার নিম্নে বর্ণিত আপীল কমিটির নিকট (সভাপতি বরাবর, নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রমাণকসহ) আপীল করতে পারবেন। উপজেলা থেকে প্রাথমিক তালিকা প্রকাশের পর আপীলের ক্ষেত্রে কোন্ মুক্তিযোদ্ধার বিপরীতে আপত্তি তা সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে। আপীলকারী অথবা অন্য কেউ পাবার যোগ্য মনে হলে তার নাম ঠিকানা ও কারণ (তথ্য প্রমাণকসহ) উল্লেখ করতে হবে। বরাদ্দ প্রাপ্ত কোন বীর মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে আপীল না থাকলে উপজেলার সুপারিশকৃত আবেদনই চূড়ান্ত মর্মে বিবেচিত হবে। আপীল দায়েরের জন্য সংক্ষুব্ধ বীর মুক্তিযোদ্ধা/পরিবার ০৭ কার্যদিবস সময় পাবেন (তালিকা প্রকাশের তারিখ থেকে)।

আপীল কমিটি (জেলা পর্যায়)

(১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২)	নির্বাচিত জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার [যদি না থাকে, সেক্ষেত্রে- জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত) একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা]	সদস্য
(৩)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	সদস্য সচিব

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন বরাদ্দপ্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযোদ্ধাদের বিপরীতে আপীল জমা না হলে উপজেলা পর্যায়ে সুপারিশকৃত নির্দিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধার বিপরীতে আবাসন বরাদ্দ/পূর্ণাঙ্গ বরাদ্দ তালিকা চূড়ান্ত মর্মে বিবেচিত হবে এবং জেলা প্রশাসক সরাসরি তা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

১.৩.৬ জেলা পর্যায়ে আপীল শুনানীর পর চূড়ান্ত তালিকা [যদি কোন আপীল থাকে তবে তা ০১ (এক) মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির পর] জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এবং জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে (যদি নির্মিত হয়ে থাকে) ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমপ্লেক্স ভবনে টাঙ্গিয়ে দিতে হবে।

আপীল কমিটি (বিভাগ পর্যায়)

১.৩.৭ জেলা পর্যায়ে চূড়ান্ত আপীল তালিকার বিষয়ে সংক্ষুব্ধ বীর মুক্তিযোদ্ধা (যদি থাকে) ১০ কার্যদিবসের মধ্যে স্ব-স্ব বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে বিভাগীয় কমিশনার বরাবর (তথ্য প্রমাণকসহ নির্ধারিত ছকে) আপীল করতে পারবেন। বিভাগীয় কমিশনার আপীলের শুনানী গ্রহণ ও তা চুড়ান্তভাবে নিস্পত্তি করবেন। জেলা আপীল কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত কোন বীর মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে অভিযোগ না হয়ে থাকলে তার বিপরীতে বরাদ্দ চুড়ান্ত মর্মে বিবেচিত হবে। তালিকার বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন আপীল জমা না হলে উপজেলা/জেলা পর্যায়ে সুপারিশকৃত তালিকা চূড়ান্ত মর্মে বিবেচিত হবে।

১.৩.৮ জেলা আপীল কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত টানিয়ে দেয়ার ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল করা যাবে।

১.৩.৯ আপীলের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার এর সুপারিশের [যদি কোন আপীল থাকে তবে তা ০১ (এক) মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির পর] আলোকে আবাসন বরাদ্দের জন্য সুবিধাভোগী (বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা/শহীদ/প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধার বিধবা স্ত্রী/সন্তান) চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত হবে। বিভাগ পর্যায়ে আপীলের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। বিভাগীয় কমিশনার এককভাবেই সিদ্ধান্ত নেবেন। এক্ষেত্রে, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে আপীলের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সংবলিত বরাদ্দ/নাম জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করা হলে তা জেলা প্রশাসক আপীল বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত সমন্বিত করে চূড়ান্ত সুপারিশ সংবলিত তালিকা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠাবেন (আপীলের বিস্তারিত তথ্যসহ)।

আবাসন নির্মাণ/বাস্তবায়ন কমিটি

১.৩.১০ উপজেলা কমিটির সুপারিশের আলোকে ক্ষেত্র বিশেষ আপীলের সিদ্ধান্তের আলোকে আবাসন বরাদ্দের পর সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে নিম্নরূপে আবাসন বাস্তবায়ন/নির্মাণের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি কাজ করবে:

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(২)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা)	সদস্য
(৩)	বরাদ্দপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা বা উত্তরাধিকার হিসেবে আবেদনকারী	সদস্য
(৪)	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
(৫)	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (PIO)	সদস্য সচিব

*** কমিটির কার্যপরিধিঃ**

(ক) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী আবাসন নির্মাণ;

(খ) সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন;

(গ) যাবতীয় বিল-ভাউচার অডিটের জন্য সংরক্ষণ;

(ঘ) কোন প্রকার আর্থিক অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে তার দায়ভার কমিটির উপর বর্তাবে।

(ঙ) সমস্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৩নং সদস্য(বরাদ্দপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা/প্রতিনিধি) স্বাক্ষর অত্যাবশ্যক।

২. **বরাদ্দপ্রাপ্ত আবাসনের ব্যবহার:**

২.১ বরাদ্দপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীকে বরাদ্দপ্রাপ্ত আবাসনটি কেবলমাত্র নিজের আবাসন হিসেবে ব্যবহার করবেন মর্মে চুক্তিপত্রে অংগীকার প্রদান করতে হবে। আবাসনটি কোনভাবেই বিক্রয়/হস্তান্তর কিংবা অন্য কোন কাজে (দাপ্তরিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি) ব্যবহার করা যাবেনা। যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ/ব্যত্যয় করা হয়, তাহলে ব্যত্যয়কারীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আবাসন বাজেয়াপ্তসহ মাসিক মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বন্ধ এবং অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

২.২ নির্মিত বাসস্থানের মূল অবকাঠামোগত কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন/উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা যাবেনা। অবকাঠামোগত কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন/উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা হলে সেক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান বন্ধ করা যাবে। এছাড়া, অবকাঠামোগত পরিবর্তন জনিত কারণে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে বরাদ্দপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীর উপর এর সকল দায় বর্তাবে।

৩. **আবাসনের সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ:**

৩.১ বরাদ্দপ্রাপ্ত সুবিধাভোগী নিজ খরচে নিয়মিতভাবে পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল এবং অন্যান্য ট্যাক্স/ফি পরিশোধ করবেন। বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিদ্যমান নীতিমালা অনুসরণীয়।

৩.২ আবাসনের সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় (পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য ব্যয়সহ) বরাদ্দপ্রাপ্ত সুবিধাভোগী নিজ খরচে বহন করবেন।

৪. **অন্যান্য:**

৪.১ আবাসন বরাদ্দের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এ প্রকল্পের যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করে।

৪.২ কোন বীর মুক্তিযোদ্ধা ইতোপূর্বে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সরাসরি আবেদন করে থাকলে পুনরায় উপজেলায় নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন জমা দিতে হবে।

৪.৩ জেলা/উপজেলা পর্যায় থেকে ইতোপূর্বে সুপারিশ সংবলিত কোন প্রস্তাব/তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকলে কিংবা ইতোপূর্বে প্রেরিত সুপারিশকৃতদের মধ্যে কেউ বরাদ্দ না পেয়ে থাকলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বতিল বলে গণ্য হবে। নতুনভাবে সুপারিশসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব/তালিকা প্রেরণ করতে হবে।

৪.৪ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জেলা/উপজেলা ভিত্তিক প্রাপ্যতা হ্রাস/বৃদ্ধি, আবাসন বরাদ্দ প্রদান ও বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

৪.৫ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ নির্দেশিকা পরিবর্তন, পরিমার্জন বা যে কোন বিষয় সংযোজন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

স্বাক্ষরিত/
সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তারিখ: ১২ ফাল্গুন ১৪২৬ / ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০